বাগদাদে জাতিসংঘ সদর দফতরে হামলার প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে
জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
১৯ আগস্ট ২০০৪

এ বছর আমরা আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের ১০ম বার্ষিকী উদযাপন করছি। দশ বছর আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এ দিবসটি উদ্বোধন করেছিল, সেই সাথে ঘোষণা করেছিল বিশ্ব আদিবাসী দশক।

আজ আমরা স্মরণ করব আদিবাসী সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এবং মানব পরিবারে তাদের অবদানের কথা। কিন্তু এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল– নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের সকলের জন্য এটা একটা সুযোগ যখন বর্তমান বিশ্বের আদিবাসী লোকদের অবস্থা বিবেচনা করে এবং তাদের জীবন-মান উন্নত করার জন্য বারতি করণীয় কি তা স্থির করা।

দীর্ঘদিন ধরে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাদের সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে এমনকি তাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি দমন করা হয়েছে, তাদের প্রজ্ঞা ও সনাতন জ্ঞানকে উপেক্ষা বা শোষণ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে তাদের টেকসই পন্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে। কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীকে নির্মূল করার চেষ্টাও করা হয়েছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী সমগ্র জাতিসংঘ পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবার আবেদন নিয়ে বহু বছর ধরে জাতিসংঘ ফোরামে আসছে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সাথে তাদের সংলাপ ও অংশীদারিত্ব শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হবে যদি স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনও সহজ হবে। এ সব কাজে সরকার, আন্তঃসরকারি সংস্থা ও সুশীল সমাজকে আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তসমূহে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।

আজ বিশ্ব আদিবাসী দিবসের ১০ম বার্ষিকীতে আসুন আমরা জাতিসংঘ সনদের মৌলিক নীতিমালাসমূহ – শান্তি, উন্নয়ন ও মানবাধিকার– স্মরণ করি এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য সৌহার্দ বৃদ্ধিতে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করি, যাতে এসব মূলনীতি সারা বিশ্বের আদিবাসীদের জন্য বাস্তবায়ন করা যায়।

* *** *